MESSAGE OF THE CONVOCATION SPEAKER

Professor Dr. A. A. M. S. Arefin Siddique
Vice Chancellor
University of Dhaka

MESSAGE

It is a great honour and privilege to congratulate East West University and its 10th graduating class.

Private universities alongside public universities can contribute significantly to a quality education system in our country. I am sure that East West University is firmly committed to ensuring this quality by equipping its graduates with necessary skills and values so that they can utilize these skills and values to build a prosperous Bangladesh. I have always believed that private universities devoted to quality education can be an excellent complementary partners along with the public universities in building a knowledge based society.

I wish the convocation a grand success and urge the graduating students to continue to strive towards greater achievements.

Professor Dr. A. A. M. S. Arefin Siddique

ADDRESS OF THE CONVOCATION SPEAKER

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম

আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির এই বর্ণাঢ্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। আমি তাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রমে সমাবর্তন বাৎসরিক আয়োজন রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু এর আবেদন ও গুরুত্ব অপরিসীম। এই একটি দিন অন্তত শিক্ষার্থীরা তাদের অভ্যস্ত কর্মসূচির বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে থাকে উৎসবের আমেজ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে গ্রহণ করে ব্যাপক প্রস্তুতি। এ আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও অর্জন স্মরণ করা ছাড়াও আমরা আত্ম-মূল্যায়নের সুযোগ পাই; বর্তমানের সীমাবদ্ধতা ভবিষ্যতে অতিক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। তাদের সফলতাই শিক্ষাকার্যক্রমের অগ্রগতির সূচক। প্রথমেই আমি আজ যারা স্নাতক হচ্ছে, সাফল্যের জন্য বিভিন্ন পদক ও পুরস্কার লাভ করছে, তাদেরকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন, শুভানুধ্যায়ীদেরকে। তাঁরা অনেকেই এই সমাবর্তন স্থলে উপস্থিত হয়ে তোমাদের সাফল্যের অংশীদার হয়েছেন।

স্নাতকবৃন্দ, এ সমাবর্তনে আরো কিছু বিশিষ্ট জন উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা তোমাদের কৃতকার্যের

অংশীদার। তাঁরা তোমাদের শিক্ষক। তাঁরা তোমাদের চেতনার রূপকার, তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নির্মাতা। আমার বিশ্বাস, আমার মতো তোমরা তাঁদের স্মরণে রাখবে। তাঁদের ঋণ কখনোই পরিশোধের নয়।

স্বদেশ, সমাজ, নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ বিবর্জিত হলে অস্তিত্বের সংকটে পড়তে হয়। শিক্ষার সঙ্গে মাটির যোগ থাকতে হয়। নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে অভিযোজনে অসমর্থ কোনো কিছু স্থায়ী হতে পারে না। আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চেতনার সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং এ দুয়ের সংশ্লেষ ঘটিয়ে আমাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে। এ-প্রসঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের ভিতর থেকে অনুশীলনের বীজ বপন করা আর তা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া।... শিক্ষায়তনে সকল সময়ই এই জিনিষটি মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হোলো সত্য-জিজ্ঞাসার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পথ করে দেওয়া।... আমাদের মানুষের মন ও চরিত্রকেও ভালো ক'রে জানতে হবে, কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শুধু জ্ঞান-সম্ভারের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে আমাদের সমৃদ্ধ ক'রে তোলা নয়, মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার বাঁধন রাখতে হবে, সখ্য আনতে হবে।"

প্রকৃতপক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যায়িত হয় সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যাওয়া তোমাদের মতো স্নাতকদের মানের দ্বারা, তোমাদের যোগ্যতার দ্বারা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের আনুপাতিক মান দ্বারা তা কখনোই নিরূপিত হয় না। একটি চীনা প্রবাদ হচ্ছে : "এক বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে হলে ধান রোপণ করো, এক দশকের পরিকল্পনা সফল করতে হলে গাছ লাগাও; আর জীবনের পরিকল্পনা সফল করতে হলে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও।" বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই কাজই করা হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়াই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

আমি বিজ্ঞানী নই, সমাজবিজ্ঞানের সীমিত এলাকায় আমার বিচরণ। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার আমাকে কৌতূহলী করে তোলে। আমি মনে করি, বিজ্ঞান-বিচ্ছিন্ন জীবন অসম্ভব ও অকল্পনীয়। জীবন ও সভ্যতার ইতিহাস; বিজ্ঞানের সাফল্য ও অগ্রগতির ইতিবৃত্ত। গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন – জীবন, সমাজ ও সভ্যতাকে যেভাবে ব্যাপ্ত ও নির্ভরশীল করে তুলেছে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে জৈবপ্রযুক্তির বিবিধ উদ্ভাবন মানুষের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগকে অনেকটাই সহজলভ্য করে তুলছে তা অবশ্যই আমাদের আশাবাদী করে তোলে।

এগিয়ে চলাই জীবনের ধর্ম। কিন্তু কখনো কখনো সেই অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা পাষাণে মাথা কুটে মরে; আমরা যখন দেখি শিশুহত্যা, নারীহত্যার অপরাধে আমাদের এই বসুন্ধরা কম্পিত হচ্ছে, আর বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফিরছে। সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাষ্ট্র-পরিচালনার আদর্শ। মানবতার অন্তহীন পরাভব ক্ষণস্থায়ী।

প্রকৃতির নিয়মেই এক সময় অন্ধকার দূর হয়, টিকে থাকে কেবল সত্য, জয়ী হয় যা কিছু শুভ ও কল্যাণকর।

রাষ্ট্র-পরিচালনায় নানা দর্শন ও পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি, গণতন্ত্রই এ-যাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। সংলাপের পথ অবারিত করা, অন্যের মতামত শোনা ও সে-সবের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। নিজস্ব মত ও আদর্শ প্রচারের অধিকার সংহত না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় না।

বাংলাদেশ চিরকালই শ্যামল ও উর্বর। আবহমান কাল থেকেই এ-দেশের মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা বিরাজ করে আসছে। ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ কখনো তাদের স্পর্শ করেনি। ঔপনিবেশিক ভেদবুদ্ধি এই মানবিক সম্পর্ককে বিপর্যস্ত করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত হলেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের মানবিক সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। বিরোধের মধ্যে ঐক্য হয় না; অন্যকে অবিশ্বাস করলে নিজের অবস্থানই প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

সুধীমন্ডলী
আমি আবার স্নাতকদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চাই। তোমরা এতোকাল ছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এখন থেকে তোমাদের সেই পরিচয় আর থাকল না। তোমরা এখন এ-দেশের গর্বিত নাগরিক; নিজ-নিজ ক্ষেত্রে এক-একজন দক্ষ কর্মী।

সফলতা তোমাদের দায়িত্ববোধকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্জিত জ্ঞান তোমরা বৃহতের কল্যাণে প্রয়োগ করেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারো। যে-পেশাকেই তোমরা নির্বাচন করো না কেনো, তোমাদের দায়বদ্ধতা নিজের কাছে। আশা করি, নৈপুণ্য অর্জন ও তা মানব-কল্যাণে প্রয়োগ করে তোমরা তা পরিশোধ করতে পারো। তোমাদের সব অর্জন সমাজের ও বৃহৎ মানুষের সেবায় নিবেদিত হলেই তোমাদের শ্রম সার্থক হবে। অন্যের দাক্ষিণ্যে আমাদের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে না। তোমাদের সনদ ও পুরস্কার – দেশ, সমাজ ও পৃথিবী পরিবর্তনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হোক। এমনো তো হতে পারে, আমাদের এই দেশ থেকে একদিন তোমাদের প্রচেষ্টা ও অকৃপণ অধ্যবসয়ের মাধ্যমে প্রণীত হবে বিশ্বমানব ও বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ।

আজ আমরা যাদের দলিত, বঞ্চিত বলছি তারাও এ দেশের মানুষ। তাদের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের সমস্ত মেধা, শ্রম তাদের শিক্ষাবিস্তারে ও আরোগ্যবিস্তারে নিবেদিত হওয়া উচিত। ইতিহাসের শিক্ষা বড়ো নির্মম। আজ যারা হৃতগৌরব কালের চাকা উলটো দিকে ঘুরলে হয়তো আগামীকালই তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি :

"যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;"

মার্চ স্বাধীনতার মাস। এ মাসেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, তৎকালীন রেসকোর্সে। কিন্তু আমাদের বিজয়গাথা রক্তে ভেজা। বহু প্রাণের বিনিময়ে, লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করেছি আমাদের স্বাধীনতা, স্বকীয় জাতিসত্তা। এই মাসে, আমি স্মরণ করছি আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সকল শহীদকে; আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দ, নিহত চার জাতীয় নেতা, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ-উৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মার প্রতি এবং ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহত আইভি রহমান-সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীর প্রতি। -

আপনাদের সকলকে অশেষ শুভেচ্ছা। ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।

খোদা হাফেজ।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ॥